# বেদুইন

শ্রীপীযূষকান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক :—
শ্রীমণিমোহন মিত্র।
বান্ধব পুস্তকালয়,
শিবপুর রোড,
হাওড়া।

দাম—এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার
ক্লাসিক প্রেস
২১৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# পরিচয়

কবি পীযূষকান্তি খণ্ড কবিতাই লেখেন, আর ভারতবর্ষ, বিজলী, বঙ্গলক্ষ্মী প্রভৃতি ছোট বড় পত্রিকায় প্রকাশ করেন,—এই রকম একটা ধারণা লইয়া বসিয়া আছি, এমন সময় নিমন্ত্রণ আসিল 'বেদুইনের' অভিনয় দেখিবার। দুই একটি করিয়া সব কবিতাগুলিই আমি পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম, আর তখনও ভাল লাগার পথে কোন অন্তরায় আসে নাই; কিন্তু ধারাবাহিক ভাবে পড়িলেই যে সমস্তটাতে একটা সঙ্গতি আসিয়া তাহাতে মহাকাব্যের লক্ষণ থাকিতে পারে, আবৃত্তিযোগে অভিনয় করিতেও বাধে না, আর দেখিতে শুনিতে আরও ভাল হয়, ইহা বুঝিলাম আমি সেই দিন কবির বাড়ীতে বসিয়া।

বেদুইনের অদ্ভুত অভিসার আমাকে বীর রসেই অভিভূত করিল। বিধবার মূর্ত্তিতে যাঁকে দেখিলাম, তিনি শৃঙ্গার অপেক্ষা বাৎসল্য রসকেই ফুটাইয়াছিলেন—পরেই নায়ককে 'ঘন দুর্য্যোগে' একাকিনী বিধবার পাশে দেখিয়া,এবং বারবিলাসিনীকে লক্ষ্য করিয়া "শ্মশানেও কভু মৃতারে দেখায়ে যিনি বুকে দেন কাম" বলিতে শুনিয়া বিরোধী রসের সাঙ্কর্য্যেও শিল্পী কাব্যের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন বোধ হইল।

বাইশ বছরের বেদুইনের 'শিথিল চর্ম্ম, অতি বৃদ্ধা' প্রেয়সীর প্রেম উপলব্ধিতে বীভৎস ও অদ্ভুত রসের একটা শিহরণ আসে, এবং তখনই মনে পড়ে মহাকালীর মহালীলা কথা—সেখানেও "বধূ ও জননী হ'ল একাকারা"।

অবশেষে পথচারী ক্লান্ত নায়ককে দেখিয়া করুণায় চিত্ত ভরিয়া উঠে; আর সেই বেদুইন যখন তাহার প্রাণের দেবতাকে নমস্কার করিয়া বিদায় লয়, তখন অসীমোপলব্ধির অব্যক্ত আনন্দে মন শান্ত রসে ডুবিয়া যায়—মনে হয় বেদুইন চিরকাল চলে অনন্তের দিকে গভীর আনন্দে।

এমন বইয়ের সঙ্গে পরিচিত হওয়া, আর পাঠকমহলে পরিচয় করাইয়া দেওয়া গৌরব বলিয়াই মনে করি।

শিবপুর<br>বসন্ত পঞ্চমী ১৩৩৮

শ্রীপ্রভাকর মুখোপাধ্যায়

এক

হাতে পায়ে গায়ে ধূলা মেখে আজ ক্রন্দন ভুলে যাই,
হাসি দিয়ে আমি সসাগরা ধরা জিনিয়া লইতে চাই।
ধরায় ধূলার ছেলে—
স্বর্গের শচী চাহিবে না কভু ছোট দুটি বাহু মেলে।
বেশী কিছু লোভ নহে—
বজ্রের সুর বীণার মতন বুকে যেন মোর সহে।
রাত্রি শেষের শরতের চাঁদ উপভোগ যেন ক'রি,
জ্যৈষ্ঠের রোদে রোদন ভুলিয়া আমি যেন পথে ম'রি।

মত্ত সাগর পাড়ি দিয়ে এনু বেদুইন বেপরোয়া,
ধরাখানা মোর সরাইখানা যে বিশ্বপতির দেওয়া।
ফলে ফুলে ভরা ধরা—
ইহারে যদি না উপভোগ করি, বৃথা এসে ঘুরে মরা।
মন মোর এই চায়—
পথের কুকুরো মোর সাথে মিশে আনন্দ যেন পায়।
কাহারো চাইতে বড় নহি আমি, কারু চেয়ে নই নীচু,
ভাগ্য সে মোর হাতের খেলনা—ছোটে মোর পিছু পিছু।

## বেদুইন

দিনের আলোতে চন্দ্রেরে ভুলি, ভুলি রাত্রের তারা,
চাঁদের আলোতে ভুলি আবেশেতে সুখ দুঃখ দিল কারা।
ঝঞ্ঝায় ঝোঁকে চ'লি—
সসীমের মাঝে অসীমে নেহারি' ধরণী দুপায়ে দ'লি।
কত কি যে মনে আসে—
মধুকর আমি মাধুকরী ক'রে বেড়াই সবার পাশে।
জীবন দোলায় দোল খেয়ে খেয়ে দুলে দুলে উঠে প্রাণ,
বেদের বেপথু প্রাণে লাগে ভাই—বপু নহে বেপমান।

আমার লাগিয়া কাঁদিতেছে হেরি সীমাহীন ওই পথ—
কোটি জনমেও পারি যদি ও'র মিটাইব মনোরথ।
হেসে নেচে গান গেয়ে—
একদিন আমি নিশ্চয় যাব ও'রি বুক বেয়ে ধেয়ে।
ভাবনা কিছুই নাই—
যাহা চাই তাহা অনায়াসে আমি মুঠির ভিতরে পাই।
জ্ঞানী অজ্ঞানী বুঝি না কিছুই,—শত মণি জ্বলে বুকে,
বন্ধুর পথে বন্ধুর মত মেনে নিই ভুল চু'কে।

## দুই

এই ধরণীর ধুলার ব্যথায় স'পে দিল যারা প্রাণ,
তাদেরি লাগিয়া যুগ যুগ ধ'রি আমি গেয়ে যাব গান।
নব নব রূপে আসি'—
প্রতিটি অণু ও পরমাণু লাগি চক্ষের জলে ভাসি'
উড়াইব মেঘ-ভার ;—
প্রেমের বাঁধনে বাঁধিয়া সবারে মায়া নদী হব পার।
কোটি বরষের বিরস বিধুর ব্যথায় ব্যথিতা ধরা,
তীব্র-মধুর ভয়ানক হাসি হাসিবে পাগল করা।

রোদনে রচিল সাগর যাহারা তাদের স্মরিয়া আমি,
আকাশ-কুসুম ভুলিয়া এসেছি পথের কাদায় নামি'।
ক্ষত বিক্ষত প্রাণ—
কালে কালে হেরি রুদ্র নাচন, দুর্ব্বল হয়রাণ।
ক্রন্দন মাঝে হাসি—
আলো আর কালো সমানে দোঁহারে প্রাণ দিয়ে ভালবাসি
দুঃস্থ যে এবে দুঃসহ ব্যথা সহিতে পারে না আর,
তাদেরি লাগিয়া বার হ'নু পথে,—এই মোর অভিসার !

## বেদুইন

নদ নদী গিরি মাঠ গ্রাম পথ সকলি আইনু ফেলি'
মহা উল্লাসে ছুটিতে ছুটিতে আপদ চরণে ঠেলি।
বিপদে না করি ভয়—
প্রেয়সীর মত মৃত্যুরে আমি ভালবেসে করি জয়।
সম্মুখে হেরি পথ—
জীবন-জোয়ার হুঙ্কারে চলে মিটাইতে মনোরথ।
কামনা বাসনা যাহা কিছু আছে গণ্ডুষে করি পান,
ভোগের সাধনা যুগে যুগে করি, ভুলে যাই নির্ব্বাণ।

চলিতে চলিতে চলার নেশায় মাতিয়া উঠেছে ধরা,
বিধির বিধানে বাঁধিতে তাহারে বৃথাই চেষ্টা করা।
তাহারি চরণ তালে—
আমার প্রাণের বীণার তন্ত্রী বাজিবে গো কালে কালে
যুগে যুগে আমি গা'ব—
'আমার মাটিরে ভালবেসে আমি আসিব আবার যাব'
জনমে জনমে গেয়ে যাব আমি তাদেরি লাগিয়া গান—
আমার ধরারে ভালবেসে যারা এল আর দিল প্রাণ।

## তিন

আমার বিগত বন্ধুরা সব আসিও আজিকে স্বপনে,
তোমাদের কিছু প্রাণের কথা শুনায়ো আমারে গোপনে।
তোম্‌রাই ত' গো তারা—
ইসারায় মোরে ঘরছাড়া ক'রে বাহির করিল যারা!
আজি পথে পথে তাই—
ঘুরি আর ফিরি যেখানে সেখানে তোমাদেরি গান গাই।
পরশ পাথর পায়ে ঠেলে যাই—ফুল কুটি কুটি ছিঁড়ি,
কামনা আমার কিছু নাই আর,—খুঁজি আকাশের সিঁড়ি।

স্রষ্টারে যদি পাই সম্মুখে—দুন'খে তাহারে চিরি,
সৃষ্টি চ'লেছে নব উদ্যমে পুরাতনে ঘিরি ঘিরি।
বাসনার কোথা শেষ—
প্রাণের ভিতরে আকাশ বন্দী বার করে নিঃশেষ।
কোথায় সে ভগবান—
সবার আড়ালে লুকায়ে থাকে সে অতি ভীরু সয়তান।
ধূলার বুকেতে প্রেম প্রীতি দিয়ে মানুষ গড়িল সুখে,
বিচ্ছেদ জ্বালা অহরহ দহে, মরি শুধু ব'কে মুখে!

## বেদুইন

আকাশ চিরিয়া কোটি কোটি বাজ আসুক ধরণী বুকে,
জলে আর স্থলে এক হ'য়ে যাক, সৃষ্টি যাউক চুকে।
সুখে আর কাজ নাই—
ভাঙ্গনের কালে প্রলয় নাচন নাচুক সকলে ভাই!
রবি মুছে যায় যাক—
বিরাট সে কালী মূর্ত্তির তলে ধ্বংস লীলাই থাক্।
যুগ যুগ ধ'রে উঠিতে নামিতে পারিব না সুখে দুঃখে,
তার চেয়ে ভাল চুপ চাপ থাকা বিরাট শূন্য বুকে।

একদিন যারা বুকে মোরে নিল পরম যতন ক'রি,
তাহারাই পুন পথের ধূলাতে মোরে ফেলে গেছে সরি'।
ইচ্ছা ক'রে ত নয়—
কালের সে কূট নিয়মের চাপে আজিও এম্‌নি হয়!
বুক গেল গ'লে গ'লে—
স্রষ্টার এতে এসে যায় নাক' স্রোত সোজা বেয়ে চলে।
বুকের বেদনা চিরদিন হ'ল এম্‌নি মূল্যহীন,
বিধি বিধাতার সব চেয়ে বড়,—বিধাতা অর্ব্বাচীন।

## চার

মুখ চেপে চেপে বুক গেল মোর, সহিতে পারি না আর !
বুকের রক্ত মুখ দিয়ে উঠে—সহ্য করাই ভার।
আমার বুকের ছেলে—
কাঁদিয়া কাঁদিয়া কোথা চ'লে গেছে—আজ পাব কোথা গেলে।
আমিও ত' বটে নারী—!
কোথা লুকাবো গো লজ্জা আমার, কোথা ফেলি আঁখিবারি।
সন্তান আজো আসিতে নারিল সমাজ-শাসন চাপে,
মা হ'তে আমারে দিল নাক' কেহ—বুকের রক্ত কাঁপে।

নারী জনমের সার্থক ক্ষণ আজো আমি লভি নাই,
বাল্যবিধবা, ব্রহ্মচারিণী, বড় বড় কথা ছাই !
কেতাবী বুলির ছটা—
নারীর জীবনে পরখ চালায় ক'রে ধুমধাম ঘটা।
বেদনায় হত প্রাণ—
ওসবে আমার কাজ নাই আর—আমি চাই সন্তান।
স্মৃতিতে আমার আসে নাক' কভু স্বামী সে কেমন ছিল,
মনে শুধু ম'রি গুমরি গুমরি—ছেলে মোর কেড়ে নিল।

# বেদুইন

আমার এমন সাধের জীবন, তনু মন ধন গেহ,
বৃথা শুধু যায় কালের প্রবাহে—কেন জানে নাক' কেহ ।
বৃথাই জীবন ধরা—
সংসার মাঝে জ্বলিয়া পুড়িয়া তিল তিল ক'রে মরা ।
কেহ বলে মোর কাণে—
'দেহ মন তোর অতি পবিত্র',—আমি বুঝি নাক মানে ।
আমার দেবতা মানুষের বেশে সৃষ্টি করিতে চায়,
আমি আজ তারে রুধি গো কেমনে—বাঁচা হ'ল বুঝি দায় !

কেহ বুঝিল না আমার বুকেতে কি যে ব্যথা রোজ জাগে,
পুলকিত তনু, অঙ্গ বিহ্বল রোজি হয় অনুরাগে ।
প্রাণ পুড়ে পুড়ে মরে—
দুঃসহ জ্বালা বুকের রক্ত মুখ দিয়ে বার করে ।
কথা কই তবু হেসে—
দেবতা আমার দাঁড়ায়ে রয়েছে আজিও ভিক্ষু-বেশে ।
পরাধীন জাতি বুঝিল না আজো নিগ্রহ এর নাম,
নিয়মের নামে অনিয়ম করে ব্যথা দেয় অবিরাম ।

## পাঁচ

পায়ে পায়ে আজ পথ ভুলে এনু তোমার ঘরের ছায়,
ঘন দুর্য্যোগ, গরজে জলদ, বাহিরে না যাওয়া যায়।
তুমি মিছে ভয় পাও—
মোর পাশে থেকে এই বেলা আজ নদীটারে দেখে নাও।
কালী প'ড়ে যাবে নামে ?
একাকিনী ঘরে বরষার দিনে তরুণ পথিক বামে ?
তুচ্ছ এ সব কথা ভেবে ভেবে মাথা ঘামায়ো না আজ,
দূরে ওই দেখ মাটির বুকেতে ঘুমাল একটা বাজ।

ছিঃ ছিঃ কাঁদ কেন ! কাছে এসে ব'স, হাতে দুটি হাত দাও,
তোমার আঁখির একটু আভাস মোর আঁখিতে কি পাও ?
তোমারে একাকী ফেলে—
কোথায় গিয়েছে জননী তোমার জানে নাক কোন ছেলে ?
কোনখানে আমি থাকি ?
দূরে ওই ছোট ঘরটিতে যেথা নদীটা গিয়েছে বাঁকি'।
রোজি হোথা হ'তে তোমার চুলের গন্ধ যে আমি পাই,
অন্ধ হইয়া তোমার দ্বারেতে প্রতিদিন আসি তাই।

## বেদুইন

ফাল্গুনে আমি অবহেলে যারে ঠেলিনু চরণ ঘায়ে,
আজি বরষায় হ'ল একি হায় ঠেকালো বিষম দায়ে!
হেরিনু চমৎকার—
নীল সাড়িখানি ভাল ক'রে প'রে গলায় দিয়েছ হার!
খোঁপায় দিয়েছ ফুল—
আমি যে আসিব জানিতে তা হ'লে, হয়নি একটু ভুল!
আমি এনু ব'লে তব অন্তর ব্যথিত নহেক তবে,
আমারি মতন ভিতায় তোমার তিক্ত সকলি ভবে।

এস' দুই জনে পাশা-পাশি ব'সে জীবনের গান গাই,
শ্মশানে বসিয়া অনায়াসে যেন মৃত্যুরে ভুলে যাই।
হ'ক না অনিশ্চিৎ—
ধরণীরে হেরি সুধাময়ী তবু,—জীবন মরণজিৎ।
করিয়া পরাণপণ—
মিলি দুই জনে উপভোগ করি জীবন সারাক্ষণ।
যে ছিল সে যদি ফিরিয়া না আসে ক্ষতি তায় কিছু নাই,
যে আছে তাহারে বুকে যেন ওগো নিবিড় করিয়া পাই।

## ছয়

তোমার লাগিয়া সন্ন্যাসী আমি,—শুনেও তা শুনিবে না ?
যতই কেন না কেঁদে ম'রি আমি, তব আঁখি ঝুরিবে না ?
বারবিলাসিনী তুমি ?
আমার আগেতে কত জন গেছে তোমার অধর চুমি' !
ক্ষতি মোর কিছু নাই—
তোমার ভিতরে আমার ঠাকুর সদাই দেখিতে পাই।
তুমি বুঝিবে না তোমার আঁখিতে মোর আঁখি কিবা পায়,
আমার পরাণ তোমার চরণে কেন বা লুটাতে চায়।

তোমার ঘরের অতিথি যাহারা এল আর গেলো চ'লে,
জানে না তাহারা এতটুকু আজো কি ধন গিয়েছে দ'লে।
পরশ-পাথর তাই—
যে তোমারে এসে একবার ছুঁলে সে ত' আর আসে নাই।
প্রেমিক হয়েছে তারা—
সীমার মাঝারে অসীমে নেহারি হয়েছে আপনহারা।
কামনা লইয়া এসেছিল তারা চ'লে গেছে প্রেম ল'য়ে,
প্রেমের ঠাকুর বিধাতা বিরহী অক্ষয় ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে।

# বেদুইন

দাঁড়ায়ে আমারে রেখো নাক আর মিছামিছি ছল ক'রে,
ঘুরায়ো না আর পায়ে ধ'রি তব পরশ করো গো মোরে।
বেশী কিছু নাহি চাই—
তোমার হাতের একটু পরশ এর বেশী লোভ নাই।
তীর্থ-পথিক আমি--
তোমার আঁখিতে ল'ভিয়াছি যে গো মোর অন্তরযামী!
পথের ধূলারে ভালবেসে যেন পথে সঁপে যাই প্রাণ,
তমসার তীরে তাপিত যে জন ল'ভুক পরিত্রাণ।

কাঁদিতেছ কেন, ভাবিতেছ তুমি আসিব না কোন ছলে,
ইচ্ছা তোমার হয় যদি দেবী—মোর সাথে এস চ'লে।
নটী তুমি সবে চেনে?
কিছু ভয় তাতে মোর নেই ওগো, আমি লব সব মেনে।
কহিব সবারে আমি—
'অনাথের নাথ দয়া ক'রে আজ মোর পশ্চাৎ-গামী,
জননীর বেশে যারে দেখ পাশে লীলাময়ী এঁর নাম,
শ্মশানেও কভু মৃতারে দেখায়ে যিনি বুকে দেন কাম।'

## সাত

গভীর নিশীথে তোমাতে আমাতে পথ চলিয়াছি গোপনে,
সে কথা আজিকে ভুলিলে হে সখি নিঃসঙ্কোচে কেমনে ?
ভুল বকিতেছি আমি ?
রাতের আঁধারে নির্ভয়ে তুমি ডাকোনি আমারে স্বামী ?
ঘন মসীময়ী রাতে—
তুমি কি আমার হাতে হাত রেখে চলনিক' গ্রামপথে ?
তবে কি তোমারে নিবিড় করিয়া পাইনিক' জেগে বুকে ?
স্বপনে তোমারে চুম্বন ক'রে কামনা গিয়েছে চুকে !

পাগল হইয়া দ্বারে আজ তব আসি নাই নাড়া দিতে,
সবাকার থেকে তোমারে ছিনিতে আজ নাহি আশা চিতে।
পাবার কামনা নাই—
আজ আমি শিব, শবের উপরে সাধনা করিতে চাই।
দিয়ে তব তনুলতা—
একদিন যদি সাধ যায় আমি সাজাব শ্মশান-চিতা।
ভুল ক'রে আর ছুটিব' না তব আঁচল ধরিতে পিছে,
স্বপনেই যদি সাধ মিটে যায়—জীবন হউক মিছে।

## বেদুইন

আমি আজ থেকে চুপ চাপ ব'সে গুণিব রাতের তারা,
প্রাণহীন দেহ বহিয়া বহিয়া হব না লক্ষ্যহারা।
কাজে আর কাজ নাই—
মানুষের দেহ বিদ্রূপ করে—চোখে দেখি সব ছাই।
বাঁচা ও মরার মাঝে—
যেটুকু সময় হাতে আছে মোর কেটে যাক্ বাজে কাজে।
কালের স্রোতেতে যুগ যুগ ধ'রে সবি ভেসে চ'লে যায়,
রাতের স্বপন দিনের আলোতে কতটুকু দাম পায়!

বুকের যে বোঝা এতদিন ধ'রে বহিনু জীবনে যতনে,
আজি যদি তাহা নির্ভয়ে আমি নামায়ে দি' তব চরণে—
তুমি কি ফিরাবে আঁখি?
মূল্য ইহার না বুঝিয়া কিছু কালিমায় দিবে ঢাকি!
নির্ভয়ে তুমি কবে—
'চিনি না যাহারে অঙ্গ সাজাব তার ধ'নে কেন তবে,
রাতের আঁধারে ক্ষণিকের তরে পথে যদি কিছু হয়—
আজো তারে মনে রাখিতে হইবে—এমন সে কিছু নয়!'

## আট

তোমার প্রিয়ার দেহের গরিমা মোরে কহিও না ভাই,
আমার প্রিয়াও সুন্দরী ছিল—তবু হ'য়ে গেল ছাই।
মাটি যার অবশেষ—
তার প্রতি মোর নাই ভালবাসা নাই কোন বিদ্বেষ।
কোথা কত রবি জ্বলে—
আঁখি মেলিবার সময় কোথায়, মরি প্রতি পলে পলে।
কাজ করি আর না করি বন্ধু, ক্লান্তিতে কায়া ক্ষয়,
ভাবিতেই ব্যথা দুঃসহ লাগে,—এলে বুকে সবি সয়।

পথে আজ আমি চিঠি একখানা কুড়ায়ে পেয়েছি রাতে,
রঙ বেরঙের কত কথা লেখা ছন্দে রয়েছে তাতে।
আরম্ভ থেকে শেষ—
করুণ কঠিন যাহা বল তাই, পড়িতে লাগিল বেশ।
সুন্দর শেষ কথা—
'আমি অভাগিনী করম দোষেতে, বুকে দিও নাক ব্যথা;
পথেই তোমারে পেয়েছি বন্ধু, পায়ে সঁপিয়াছি প্রাণ,
ইচ্ছে হয়ত' নিজে এসে নিও আমার ব্যথার দান।'

বেদুইন

ভাবিতেও ভাই নেশা লাগে মোর, দুলে দুলে উঠে প্রাণ,
পথে প্রান্তরে ঘুরি আর ফিরি নাইক' পরিত্রাণ।
জানি মিছে ভেবে মরি—
জীবনে যখন জোয়ার ডেকেছে—ভাটার কথাই স্মরি।
মোর চোখে ঘুম নাই—
কে কোথায় কবে ব্যথা জানায়েছে আমি ভেবে মরি তাই।
দুনিয়ায় কোথা কতজন আছে—সুখে আর দুঃখে ভাসে,
তাহাদের কথা ভাবি যদি কভু—হাত পা গুটায়ে আসে।

এ আবার তব হ'ল কি এখুনি—বিস্মিত হ'লে কেন ?
চিঠির লেখিকা তোমারি প্রেয়সী ?—তুমি তারে ভাল চেন !
আশ্চর্য্যই বটে—!
মুঠোর ভিতরে ভগবান আর আমি খুঁজি ঘটে পটে।
কিই বা বলিব আর—
সৃষ্টি যাহার তার হাতে যেন সঁপে দিই সব ভার।
তোমার প্রাণের প্রেয়সীরে তুমি কর প্রাণে বন্দিনী,
দেহের গরিমা রবে না বন্ধু ! আমি এরে ভাল চিনি।

## নয়

আমার প্রিয়ার প্রিয়তম তুমি—আদর করিনু তাই,
তোমার মানসী আমারো মানসী—রাগ করিও না ভাই।
প্রাণ-লেন্-দেন্ খেলা—
তুমি খেলে যাও আপনার মনে সকাল সন্ধ্যেবেলা।
রবি শশী তারা থামি'—
তোমার পথেতে বাধা দেয় দিক, বাধা দিব নাক আমি।
ছন্ন ছাড়া এ মাতাল প্রেমিক ছন্দের তালে তালে
নাচিবে গাহিবে, আঁচল ভরিবে ধূলা বালি জঞ্জালে।

কৃষ্ণপক্ষে আধখানা চাঁদ তুমি দেখো তার পাশে,
মুখে মুখ রেখে দেহে দেহ দিও সৃষ্টি করার আশে।
কেহ কহিও না কথা—
কেহ ভাবিও না অন্য কাহারো বুকের জমাট ব্যথা।
আকাশ বাতাস বেয়ে—
কেহ নিশ্চয় আসিবে না আর তোমাদের পথে ধেয়ে।
বহু পুরাতন পথের বক্ষে সঞ্চিত আছে মধু,
তা'রি লাগি মোর অভিসার হ'বে সেই হবে চির বধূ।

# বেদুইন

যদি কোন দিন তোমার শিশুরে মোর খেলাঘরে দেখি,
চুমায় চুমায় রাঙা গালে তার কত কি যে দেব লেখি'।
রঙিন স্বপনে ভরা—
ত্রিদিবের শিশু মোর খেলা ঘরে—প্রিয়ার রক্তে গড়া।
তোমারি সে ছেলে বটে—
দেখে মনে হ'বে আমার মানসী তাহার মানস-পটে।
আমি চেয়ে রব মুখ পানে তার, বুকখানি নেব বুকে,
ক্ষণিক কাঁদিব আবার হাসিব—দাবী যায় নাক' চুকে।

তোমার প্রিয়ারে যতন করিয়ে ভালবাসা দিও মোর,
রাতের আঁধারে নির্ভয়ে তুমি ছাদে বোসো খুলে দোর
ভুল করিও না ভাই—
তোমার মানসী আমার বক্ষে স্থান কভু লভে নাই।
কামনা ছিল না মোর—
প্রেমের প্রদীপ জ্বালায়ে আমার রাত্রি করেছি ভোর।
মম হাতে তার প্রাণখানি আছে, তব হাতে তার তনু,
তুমি ক'রে যাও নূতন সৃষ্টি—আমি রচি ফুলধনু।

## দশ

বৃথাই আমারে এতদিন ধ'রে শুধাইলে প্রিয়তমা,
ধরণীর বুকে ভালবাসা তব রবে কি না রবে জমা !
কালের প্রয়াণ পথে—
আমি চলিয়াছি আপন তালেতে ভাঙ্গনের মহারথে।
তোমার কথার মানে—
আমি বুঝি নাই, বুঝিব না কিছু কোন দিন প্রাণে প্রাণে।
মর্ম্মর দিয়ে প্রাসাদ গড়িতে চাহিনা তোমার নামে,
সাজাহান পারে ছেলেমী করিতে,—মোর পোষাবে না দামে।

দূরে ওই রবি নেমে যায় বুঝি প্রলয় পয়োধি তীরে,
এখনো কি স'খি ভালবাসা লাগি ভাসিবে আঁখির নীরে ?
যে জন বেসেছে ভালো—
তারি কি গো প্রিয়া তোমারি মতন চ'খে নিভে যায় আলো ?
বক্ষে বে-সুরে বাজে—
এতদিনকার সাধা-বাঁধা বীণা অকারণে যা-তা কাজে ?
ধরণীর মাঝে প্রিয়তম ছাড়া প্রিয় আর কিছু নাই ?
মায়ার প্রভাবে মহামায়া এ যে লুপ্ত সকল ঠাঁই !

## বেদুইন

এই যে চ'লেছি তোমাতে আমাতে গায়ে গায়ে পায়ে পায়ে,
মূল্য ইহার কতটুকু প্রিয়া পথের ঘূর্ণিবায়ে—?
জীবনের শেষক্ষণে—
শেষ আলোটুকু কেমন করিয়া নিভে যায় কেবা জানে !
দু-দিন আগের কথা—
কে জানে কেমনে দু-দিন পরেতে বুকে মোর দেবে ব্যথা।
আজকের মত হেসে নেচে নাও, কাল যা হবে তা হবে,
কে জানে ক'দিন কালের স্রোতেতে তোমার স্মৃতিটি রবে।

রাগ ক'রো নাক বন্ধু আমার সত্য কথাই বলি,
চ'খে ধুলো দিয়ে লাভ কিছু নেই—সোজা-সুজি তাই চলি।
ইচ্ছা হয়ত এস'—
হাতে হাত রেখে ক্ষণিকের তরে চুপ-চাপ হেথা ব'স।
বন্ধন খুলে দাও—
চিন্তার হ'ক অপঘাৎ আজ—প্রাণ খুলে গান গাও।
যা ঘটে ঘটুক জীবনে মরণে, হাতে থাকে থাক কাজ,
বেঁচে আছি মোরা—এই নিয়ে এস আনন্দ করি আজ।

## এগায়

আমি ম'রে গেলে আমার বিরহে কেঁদো নাক' তুমি প্রিয়ে,
নিঃসঙ্কোচে হেসে কথা ক'য়ো মাথায় সিঁদুর দিয়ে।
প্রিয়া, প্রিয়তমা, বধূ—
মুখের বুলির ছটা সে কেবল, অভিনয় আজো শুধু।
আমার মনের মাঝে—
ভালবাসা ব'লে কোন ধন আমি ল'ভিনি সকালে সাঁঝে।
তোমার বুকের ব্যথায় আমার পরাণ দোলেনি কভু,
মিথ্যে করিয়া আঁখি জল ফেলি' চলিয়া গিয়েছি তবু।

নিজের মুরতি নেহারি নেহারি দিন মোর কেটে গেল,
অপর কাহারে ভালবাসিবার সময় আজো না এল।
কতবার যাই আসি—
তবু হ'ল নাক শেষ মোর চলা—মুখে বলা ভালবাসি।
প্রতিদিন আমি মরি,—
লক্ষ জনের আঁখি হ'তে জল নিত্য বাহির করি'।
আমার মুখের কথা সে কখন' বুকের ভাষা ত' নয়,
মুখ ভরে তাই ভালবাসি বলি, বুক সদা ফাঁকা রয়।

## বেদুইন

তোমার মতন কত নারী মোর করে কর দিল সঁপে,
কেহ মোর কৃপা পায়নি আজিও, কেহ পড়ে নিক কোপে।
মন ধোয়া মোছা সাদা—
কোথাও কখন' রঙ ধরেনিক' কোথাও পড়েনি বাঁধা।
এমনি নির্ব্বিকার—
মন মোর কেহ পেল নাক, শুধু হাতে হাত রাখা সার।
তোমার মতন যে নারী আমারে করেছে নিজের প্রিয়,
তার কাণে মোর প্রাণের কথাটি তুমি বধু বলে দিও।

আমি আজ একা নদীর কিনারে ঢেউ গুনিবারে যাই,
কি করিব আর, সময় প্রচুর হাতে কিছু কাজ নাই।
আকাশ দুমুঠি ভরি'—
বুকের ফাঁকারে ভরে নিব আমি পরম যতন করি'।
স্রোত যায় যাক বয়ে—
নূতন জাগিবে নূতন করিয়া পুরাতন ক্ষয়ে ক্ষয়ে।
চিরদিন হবে কালের প্রবাহে আমাদের ছাড়াছাড়ি,
কোথায় যে কূল জানিনে আজিও সোজাসুজি দিই পাড়ি।

## বার

আমার প্রেয়সী বয়সেতে কত—শুধাইছ বার বার ?
আমি কি কখনো জানিতে চেয়েছি বয়স কত গো তার !
শুধাইলে পাবে ব্যথা—
চর্ম্ম তাহার শিথিল হয়েছে !—'অদ্ভুত মোর কথা' ?
অদ্ভুত মোটে নয়—
তোমায় যেমন ভালবাসি নাই—এও সেইরূপ হয়।
তোমার বুকের রাঙা রক্তেতে রাঙানু আমার দেহ,
অতি বৃদ্ধা সে, প্রেয়সী তবুও, নাই এতে সন্দেহ।

তুমি নিশ্চয় ছাড়িবে না মোরে—ঘুমোতে দেবে না মোটে,
নামটি তাহার নিশ্চয় তুমি মোর থেকে নেবে লুটে !
নাম তার গিরিবালা—
অদ্ভুত নারী ! বৃদ্ধা বয়সে মোর গলে দিল' মালা।
ডাকিল আমারে স্বামী—
চমকিত হ'নু, পুলকিত ভাবে হাতটি ধরিনু আমি !
অঙ্গ কাঁপিল, দরদর ধারে চক্ষে বহিল ধারা,
বধূ ও জননী—এরি মাঝে আজ হ'ল বুঝি একাকারা।

## বেদুইন

কাঁপিতেছ আর ভাবিতেছ তুমি—'অদ্ভুত পশু বটে,
জীবনে এমন শুনিনি কখনো, দেখিনি বিশ্বপটে !'
সংসার-ছাড়া কথা ?—
কতটুকু জানো বন্ধু আমার কোথা কত আছে ব্যথা !
কোথায় কি ভাবে চলে—
লক্ষ জনের লক্ষ্যবিহীন চিত্ত কিসের ছলে !
যে ব'লেছে আমি সব জানিয়াছি, ভুল জানিয়াছে ভাই,
কোথায় কি ভাবে কে লুকায়ে আছে জানিবার জোটি নাই।

নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচিলে এবার ? বিশ্বাস হ'ল কথা ?
এবার আমারে ঘুমোতে দেবে কি ? বুকে জমিয়াছে ব্যথা ?
বয়স আমার কত ?
বছর হিসাবে বাইশ বটে—মন ক্ষত বিক্ষত।
তোমাদেরি কাছে তাই—
এবার ভেবেছি ছুটি নিয়ে নেব—অবসর কিছু চাই !
আমার একথা ভেবে ভেবে কেউ হয় যদি মসগুল,
আমি তারে ব'লি বক্ষে চাপিতে গুটি তিন চার ফুল।

তের

আমার হাসি ও কান্নার সুরে যুগে যুগে কালে কালে,
হাসিয়া কাঁদিয়া, করাঘাত হানি' কেহ চলিয়াছে ভালে।
অনন্ত কাল ধ'রে—
অভিনয় মোর চালায়ে এসেছি দ্বারে দ্বারে, ঘরে ঘরে!
কেহ'বা কয়েছে কথা,—
কেহ বলিয়াছে—'সময় নাইক শুনিতে পরের ব্যথা'!
বুঝে বা না বুঝে কেহ মোর গলে পরায়ে দিয়েছে মালা,
কেহ শুনে নাই—শুনিতে চাহেনি আমার বুকের জ্বালা!

ফুল ফল ঘাস, আকাশ বাতাস, ধরণীর আলো কালো,
সবারে আমার প্রাণের ভিতরে বসায়ে বাসিনি ভালো।
আমার যে প্রিয়া ভাই—
বুকে তার বুক রাখিতে আমার সাধ কভু যায় নাই।
আমার দেহাতি-বধূ—
সারা ধরণীর প্রাণ বাঁচাবার বুকে আছে তার মধু।
প্রাণে প্রাণ তার অনুভব করি, দেহে কিছু নাহি পাই,
যুগ যুগ ধরি' এমনি চলেছি,—কেন তাহা জানি নাই!

## বেদুইন

এম্‌নি এ এক স্বচ্ছ নীলিমা—কি যে তাহা বোঝা ভার,
আজিও আমার মেটেনিক আশা এ'রি পিছে ছুটিবার।
মুখে এর নাই ভাষা—
বুকে তবু আছে পথ চলাবার নেশা এ সর্ব্বনাশা।
কেউ বলে ফাঁকি ফাঁকা—
আমার যে কথা বলিতে পারি না,—বুকে রয়ে যায় আঁকা।
চলি আর চলি পথের নেশায়,—ফেরি ক'রে ফিরি প্রাণ,
যাহা পাই তাহা পাথেয় আমার,—নাই মান অভিমান।

বাঁচা ও মরার আগেও পিছনে শুধুই অন্ধকার,
নীলিমার বুকে মাথা রেখে শুধু স্বপ্ন দেখাই সার।
ভালো বা মন্দ ভাই—
এক স্রোতে শুধু চ'লে গিয়ে পরে হয়ে যায় সব ছাই।
দুস্তর দরিয়ায়—
বিস্মৃতি মাঝে স্মৃতির আগুন কতটুকু দাম পায়!
সত্যি মিথ্যে, হাসি ও কান্না থাকে থাক যায় যাক,
ঠিক বা বেঠিক জবাব দেবে কে,—ধরণী যে নির্ব্বাক!

## চোদ্দ

পথ চ'লে চ'লে হয়রাণ আমি, পারি না চলিতে আর,
ব্যথায় ব্যথায় শিরা উপশিরা পারে না বহিতে ভার।
শুকতারা বোবা মেয়ে—
আমারে পাবার আশায় আশায় আজো থাকে পথ চেয়ে;
বুলবুলি কেঁদে খুন—
বুকের বেদনা ধীরে ধীরে কহি' মুখখানি করে চুন;
দূরে বহু দূরে ফিক্ ফিক্ হাসে কমল মেলিয়া আঁখি,
ও'রি চ'খে আমি অবহেলে যাই আঁখির কিরণ রাখি'!

যুগ যুগ ধরি' সবে গাহে মোর জয়যাত্রার গান,
আমার জীবনে প্রতিদিন নাকি ডাকে যৌবন বান,
পুড়িয়া পুড়িয়া মরি—
উষা তবু থাকে পথ চেয়ে মোর ঘোমটা তুলিয়া ধরি;
উমারে রয়েছে মনে—
আজো নাহি জানি জয় ক'রে নিল শিবেরে সে কোন ধ'নে;
রাধার বুকের ব্যথা ভুলি নাই—ভুলি নাই তার জ্বালা,
আজো দুলিতেছে সম্মুখে মোর শ্যামের গলার মালা।

# বেদুইন

আমারে বেড়িয়া ধরণীর ঘোরা আজো হ'ল নাক শেষ,
আজো লাগিল না আমার বুকেতে তার একগাছি কেশ।
শুধু পুড়ে পুড়ে মরা—
আমার বুকেতে বুক রাখিবে না এ নটী বসুন্ধরা।
সূর্য্যমুখী সে ফোটে—
তার পানে মোর আঁখি চায় বটে, পরাণ কেবলি ছোটে ;
কোটি প্রাণ থাকে আমার আশায় আমি সে দিকে না চাই,
আমার পরাণ ধরার পিছনে ছুটে চলে হ'তে ছাই।

নাহি জানি আরো কতদিন পরে আমার হইবে ছুটি,
আমার প্রেয়সী বসুন্ধরার হাতে দিব হাত দুটি।
শীতল করিব প্রাণ—
স্থির হয়ে ব'সে বধূরে আমার শুনাব নূতন গান।
আঁধার হইবে কবে ?—
ধরণীর কোলে মাথা রেখে দেব, সবাই ঘুমায়ে রবে।
বাসর জাগিতে শেষ রাত থেকে রবে শুধু শুকতারা,
চলা শেষ হবে—বুকে বুক দেবে আমার বসুন্ধরা।

## পোনের

বন্ধু তোমার পায়ে ধরি, মোরে শুধায়ো না বার বার,
ভালো কি মন্দ—একঘেয়ে কথা, আমি কি জানিব তার !
তোমার যা ভাল ভাই—
আমার নিকটে হয়ত বা তাহা অতি কুৎসিৎ ছাই।
আজিকার ভাল যাহা—
কাল্‌কে হয়ত বিশ্রী বেয়াড়া লাগিতেও পারে তাহা।
আমি যেন হেরি চিরদিন ধ'রে সবি হেথা মধুময়,
মূল্যহীনেরে মূল্য দেবার মমতা যেন গো রয়।

লোকের চিত্ত বাদ দিয়ে যেতে আমি যে অদ্বিতীয়,
আজ' মোর বোঝা হল না বন্ধু—কোনটা কাহার প্রিয়।
আনন্দে দিন যাক্—
মোর যাহা কিছু বলিবার আছে—অসীমেরি বুকে থাক্ !
ভগবান মান নাক ?—
কি আর বলিব বন্ধু তোমায়, সুখে যেন তুমি থাক !
বাতাসে যেমন করি অনুভব, চ'খে দেখিতে না পাই,
ভগবান—বুঝি আরো সূক্ষ্ম সে,— জ্ঞানে অগোচর তাই।

## বেদুইন

আমার রুচির বিরুদ্ধে যদি কেহ কিছু ক'রে থাকে,
প্রশান্ত মনে পারি যেন ভাই বুকে তুলে নিতে তাকে।
কি আর উপায় বল—
মাটির খেলনা—যতদিন থাক' ততদিন হেসে চল!
দিন আসে দিন যায়—
কাহারো আয়ুর শেষ হ'য়ে এল'—কেহ যৌবন পায়।
ফুলে ফুলময় কেহ দেখে আজ—বুঝি কার্ ফুলশয্যা,
মাটির তলায় কেহ রবে আজ ঢাকিতে সকল লজ্জা।

কেন মিছামিছি ভেবে মর ভাই, তর্কের জাল বোনো,
জীবনে যা কিছু আসে আর যায়—চুপচাপ দেখো শোনো
কাজ কি ভাবনা ভেবে—
পদ্মই যদি হাতে মিলে যায়—কি কাজ পাঁকেতে নেবে!
শিশুর আসার আগে—
যে জন মায়ের বুকে দুধ দিল' তারি কথা মনে জাগে।
চ'খের আড়ালে থাকিয়া সে ভীরু লাগাক চমৎকার,
আমার মন্ত্র হ'ক আনন্দ—নিক সে নমস্কার!